কোজাগরী

বর্ণালী কোলে

সোনালি ধানের প্রান্তর ছাড়িয়ে পূর্ণিমার চাঁদ উঠেছে। আকাশভরা শিউলি ফুলের খুশির মতো শুভ্র আলো। চাঁদের মুখোমুখি বারোয়ারি তলা।

বারোয়ারি তলায় যেখানে দুর্গাপুজো হচ্ছিল কিছুদিন আগে সেখানেই লক্ষীর মূর্তি বসানো হয়েছে। ছোট্ট প্রতিমা। লাল রঙের শাড়ি পরে, কোঁকড়ানো চুল খুলে, কপালে ছোট্ট টিপ পরে, ঠোঁটে মিষ্টিমিষ্টি হাসি নিয়ে লক্ষ্মী চেয়ে আছেন।

যেখানে লক্ষ্মীঠাকুর বসানো হয়েছে, তার বিপরীতে বারোয়ারি তলার আদি মন্দির। কালী মন্দির। বছরে দুবার কালীপুজো হয়। দীপাবলির সময় আর জ্যৈষ্ঠের অমাবস্যায়, বছরের বাকি সময় জল থেকে আনা ঠাকুরের বাঁধানো মন্দিরে বসানো থাকে। সারা বছর নিয়ম করে ভক্তিভরে নিত্য পুজো হয় এখানে।

মূল মন্দির রোয়াকে লক্ষ্মী পুজোর জোগাড় করছে রিতিয়া, মানসী, সূর্যা আর পিয়াল। মন্দির রোয়াকে রাখা বড় বড় তিনটে ঝুড়ি। গ্রামের মেয়ে বউরা এসে পুজো দিয়ে যাচ্ছে। একটা চাল ঢালা হচ্ছে আলো চালের ঝুড়িতে, একটা চাল ঢালা হচ্ছে সেদ্ধ চালের ঝুড়িতে। একটা ঝুড়িতে ঢালা হচ্ছে ফলমূল। মন্দিরের আটচালার ভিতরে কতগুলো বাচ্চা বাচ্চা মেয়ে তখনও রঙমশাল জ্বালাচ্ছে।

বারোয়ারি পুজো কমিটির ম্যানেজার পাড়ার কয়েকটা ছেলের সাথে বৈকালির ময়দা মাখছে। ক্লাস টুয়েলভে পড়া সদ্য গোঁফের রেখা দেখা যাওয়া গ্রামেরই ছিপছিপে ছেলে নীলিম ঢাকটা বাজিয়ে দিচ্ছে। নীলিম কোন পেশাদার ঢাকি নয়। ছোট্ট থেকে ঢাক বাজাতে খুব ভালবাসত। প্রতিটি পুজোয় ঢাক বাজানো যত্ন সহকারে দেখত। ঢাক বাজানো দেখে দেখে সে ঢাক বাজানো শিখেছে। তার ঢাকে ভ্যাং করাকুর আওয়াজের সাথে গোটা গ্রাম মেতে ওঠে। মেতে উঠেছে দূর আকাশের চাঁদ। আর দেবী তো আজ জেগেই আছেন। কালো কোঁকড়ানো চুল মেলে মিঠিমিঠি হেসে নীলিমের ঢাক বাজানোর তারিফ করছেন। পশ্চিমের তেঁতুলগাছের আর নিমগাছের পাতার ছোট ছোট জাফরির ভিতর থেকে আসা জ্যোৎস্নায় ঝিরিঝিরি আলো দুলে দুলে উঠেছে ড্যাং কুরাকুর, ড্যাং কুরাকুর আওয়াজের সাথে। সন্ধেবেলায় ঢাকটা একবার বাজিয়ে নিচ্ছে নীলিম। বারোয়ারি তলার কোজাগরী লক্ষ্মী পুজো হয় রাতের দিকে। এগারোটার আগে শুরু হয় না।

নীলিমের বারোয়ারি তলার পাড়ায় বাড়ি। একটি বারমুডা আর ফুল শার্ট পরেছে সে। হিম হিম ভাব হওয়ার জন্য মাথার ওপর দিয়ে একটা হাল্কা মাফলার বেঁধেছে। নীলিমের চোখে হাই পাওয়ারের চশমা। নীলিমের দিকে একটু খেয়াল করলেই যে কেউ বুঝতে পারবে সেই দুর্গা পুজোর সময় থেকে ঢাক বাজানোর সময় বা বারোয়ারি তলায় নীলিম থাকলেই নীলিমের চোখ বারবার চলে যাচ্ছে জোগাড় করা মেয়েদের দিকে - আরো স্পষ্ট করে বললে পিয়ালের দিকে। ঢাক বাজাচ্ছে নীলিম প্রাণভরে আর তার চশমার ভিতরের উদাস করা চোখ বরাবার তাকাচ্ছে পিয়ালের দিকে।

মানসী, পিয়াল রিতিয়া, সূর্যা - সেই দুর্গাপুজোর সময় থেকে পুজোর জোগাড় করছে। লক্ষ্মী পুজোর জোগাড়ের দায়িত্ব তারা নিজে থেকে নিয়েছে। এদের মধ্যে রিতিয়া সব থেকে বড়। ডাক্তারি পড়ে কোলকাতা মেডিকেল কলেজে। জিনস ছাড়া তার অন্য কিছু পরতেই ইচ্ছে করে না। আজও তাই পরেছে। ওপরে একটা গাঢ় সবুজ টপ। ডান হাতে ঘড়ি। রিতিয়ার লম্বা চুলের বেণী পিঠের উপর পড়ে। রিতিয়া আবার রবীন্দ্রসংগীতের নিয়মিত তালিম নেয়। মাঝেমাঝেই ফল কাটতে কাটতে গুন গুন করে উঠছে রিতিয়া। আর তিনবছর ধরে মেডিকেল কলেজে পড়তে সে পুজোটা গ্রামে ছাড়া অন্য কোথাও কাটাতে পারে না। আর পুজোর ফল কাটতে কি যে তার ভালো লাগে! পুজোর কদিন আগে থেকেই বলে কয়ে পুজোর এই দায়িত্বটা সে নিয়েছে। যদিও তার সাথে হাত লাগিয়েছে নবম শ্রেণিতে পড়া মানসী। তাদের মধ্যে সূর্যা সব থেকে ছোট। ক্লাস এইটে পড়ে। ছোটবেলা থেকেই তার আলপনা দেওয়ার হাত ভালো। লক্ষ্মী পুজোর সমস্ত আলপনা সে এক হাতে দিচ্ছে। আর পিয়াল চারিদিক ছোটাছুটি করে তদারকি করছে। একবার ঠাকুরঘরের ভেতর ঢুকছে। একবার নৈবেদ্য সাজাচ্ছে, একবার যারা পুজো দিতে আসছে তাদের চাল ঢেলে নিচ্ছে। একবার একে ওকে ধমকাচ্ছে। আজকের পুজোর জোগাড়ের দলের সে লিডার আর কি। নবম শ্রেণিতে পড়ে সে।

দুর্গাপুজোর অষ্টমীর দিন পিয়াল তার নাচের লাল পাড়ের অফ হোয়াইট শাড়ি পরে ছিল। সেই শাড়িতে পিয়ালকে কি লাগছিল নীলিমই জানে। সন্ধ্যার ঢাক বাজানোর পর বেঞ্চটায় বসে গালে হাত দিয়ে ভাবছে নীলিম। আকাশ পারের চাঁদের দিকে চেয়ে আছে। নিস্তব্ধ চারদিক! বারোয়ারি পুজোর মন্দির তখন শুধু খুশির দ্বীপের মতো আলোর নদীতে ভাসছে। অষ্টমীর দিন দুপুরের আরতির সময় দেবীর দিক থেকে চোখ সরিয়ে নীলিম পিয়ালকেই দেখছিল। লাল পাড়, অফ হোয়াইট শাড়ি - কোঁকড়ানো কাঁধ থেকে সরে ছাড়ানো চুল দু-সাইডে ক্লিব দেওয়া। গলায় আর কানে সাদা পুঁথির হার দুল...হাতে আরতি দেখানো পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে এ ওর কাছে যাচ্ছিল। পঞ্চপ্রদীপের ওম সবাই নিজের মাথায় ছোঁয়াচ্ছে। পিয়াল পঞ্চপ্রদীপ নিয়ে নীলিমের কাছেও এসেছিল। নীলিম তো কিছুক্ষণ হ্যাঁ করে পিয়ালের মুখের দিকে তাকিয়েছিল। পিয়ালের তার দৃষ্টির দিকে খেয়াল নেই। চেঁচিয়ে বলছে- 'রিতিয়াদি, ধুনো দিয়ে দাও একটু। নিভে যাচ্ছে।' রিতিয়া তখন ধুনো ছড়াচ্ছে। নীলিম যে তাকিয়ে আছে, দেখছেই না পিয়াল। পিয়াল তখন কাকে আবার চেঁচিয়ে বলছে - 'সূর্যা, মানসী - আজ কিন্তু রাত বারোটাতে সন্ধিপুজো। আসবি কিন্তু। প্রদীপ সাজাতে হবে একশ আটটা। সন্ধেবেলা তো তোরা কেউ আসিস না, আমিই তো এসে সন্ধে দিয়ে যায়। রাতে না এলে খুব খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু।

কথা শেষ করেই নীলিমের ওম নেওয়া হয়েছে কিনা না দেখেই পঞ্চপ্রদীপ হাতে পিয়াল আর একদল বউ এর সামনে

সৃষ্টিসন্ধান

চলে গেল। নীলিম মনে মনে ওম নিয়েছিল। মনে মনে ওম নিয়ে পিয়ালের কপালে ছুঁইয়ে দিয়েছিল - বলেছিল, 'পিয়াল একবার তাকা আমার দিকে...'

এসব কিছু পিয়াল জানেই না। এসব কিছু পিয়ালের ভাবনাচিন্তার মধ্যেই নেই। তারা এখন পুজোর নানারকম জোগাড় করতে করতে মন্দির রোয়াকে গল্প জুড়েছে।

'তোদের সবাইকে খুব কিউট লাগছে।'

রিতিয়া একটা আপেলের খোসা ছাড়াতে ছাড়াতে বলল।

'থ্যাঙ্ক ইউ, রিতিয়াদি। তোমাকেও খুব সুন্দর লাগছে।' পিয়াল বলছে।

'সূর্যাকে ও ভালো লাগছে। মানসীকেও।'

সূর্যা মানসী খুশিতে ডগমগ করতে করতে বলছে - 'থ্যাঙ্ক ইউ।'

'হ্যাঁ রে সূর্যা, তোর বুঝি এটা পুজোর জামা।'

রিতিয়া শসা সুন্দর করে পিস করতে করতে বলল।

'না, লক্ষ্মীপুজোর।'

সূর্যা আলপনা দিতে দিতে ঘাড় নেড়ে খুশিতে দুলে উঠল।

'বাব্বা! বলছিস কি রে?'

রিতিয়ার সাথে সবাই হেসে উঠেছে।

'তা সূর্যা, তোর লক্ষ্মীপুজোতে জামা হয়। কালীপুজোতেও জামা হয় নাকি?'

'কালীপুজোয় নিই না। লক্ষ্মীপুজোয় হয়।'

সবুজরঙের স্কার্ট পরা সূর্যা দুলে উঠল।

'আমাদের মানসীকেও খুব ভালো লাগছে।'

রিতিয়ার প্রশংসায় মানসীর মুখেও একটা বিশ্বজয়ীর হাসি ফুটে উঠল। রিতিয়ার কি যে ভালো লাগছে। বারোয়ারি পুজো খুব ভালো। সকলের প্রবেশের সকলের অংশগ্রহনের অবাধ অধিকার। কত প্রত্যন্ত, কত অন্ত্যজ শ্রেণির মেয়ে মানসী। বাবা বাগদি। লোকের ট্রাক্টর চালায়। ধান কাটে অন্যের জমিতে। মদ খেয়ে রাস্তায় মাঝেমাঝে বেহেড পড়ে থাকে। তেমন লোকের মেয়েও পুজোর ফল কাটছে। পুজোয় এর থেকে লক্ষ্মীশ্রী আর কিছু হতে পারে না।

'মানসী, তোর, বুঝি এটা পুজোর জামা?'

'হ্যাঁ।'

খুব সুন্দর, হাসি ফুটে উঠছে মানসীর মুখে।

'বাবা দিয়েছে?'

'হ্যাঁ।'

'খুব মিষ্টি লাগছে তোকে।'

'তুই সর তো।'

একটু রুক্ষ গলায় পিয়াল এসে মানসীকে সরাচ্ছে। পিয়াল আজ তার হোয়াইট আর কালো কম্বিনেশানের সালোয়ার কামিজ পরেছে। ওড়নাটা একটা সাইড করে নিয়েছে। ক্লাচ দিয়ে বাঁধা চুল। চঞ্চল হাওয়ার মতো পিয়াল ছুটছে এদিক ওদিক।

'কি হল রে পিয়াল? ও তো ফল কাটছে। তুই ওকে সরাচ্ছিস কেন?'

'রিতিয়াদি, তুমি খেয়াল কর নি। মানসী কখন থেকে একটা আখ নিয়ে বসে আছে। ছাড়াতে পর্যন্ত পারছে না।'

'মোটা আখ। আর বঁটিতে ধার নেই। পারছি না।'

সুন্দর অসহায়তা মানসীর মুখে।

'সর তুই। ফটপট কাজ করতে হবে। দেখ, আমি কেমন ছাড়িয়ে দিচ্ছি। আখটা ছাড়িয়ে দিয়ে চলে যাব। দু-দন্ড বসব তার উপায় আছে। আমার কত কাজ। চালগুলো যে যেখানে খুশি ঢেলে দিয়ে চলে যাচ্ছে। সব দিকে না তাকালে পুজো হবে?'

পিয়ালের কথায় বৈকালির লুচির লেচি কাটতে থাকা ম্যানেজার আর পাড়ার ছেলেরা হো হো করে হেসে উঠছে। নীলিম ও চাঁদের দিক থেকে মুখ সরিয়ে পিয়ালকে দেখতে দেখতে কি হয়েছে না বুঝেও একটু হাসছে।

'রিতিয়াদি, তুমি একটা গান কর না।'

সূর্যা আলপনা দিতে দিকে বলল।

'এখন গান? পুজোর জোগাড় সারা হোক। তবে গান করব।'

রিতিয়া ঘাড় দুলিয়ে বলে উঠল।

'আর নীলিমদা তখন ঢাক বাজাবে। সুনছ নীলিমদা, রিতিয়াদি যখন গান করবে, তখন তুমি ঢাক বাজাবে।

'তোর মাথাখারাপ সূর্যা? রবীন্দ্রসংগীতের সময় ঢাক বাজলে আমি গাইতেই পারব না। আমার গান গাওয়া হলে নীলিম ঢাক বাজাবে। নীলিম, এখন একবার বাজা তো - খুব সুন্দর শুনতে লাগে তোর ঢাক।'

রিতিয়া কলা ছাড়াতে ছাড়াতে বলল।

'আচ্ছা, তাই হবে। রাতে গানের আর ঢাকের আসর বসবে।'

মৃদুস্বরে বলে নীলিম আবার ঢাক বাজাতে শুরু করল।

সৃষ্টিসন্ধান

পিয়ালের ঢাকের আওয়াজে কান নেই। তার মাথার মধ্যে এখন ঘুরঘুর করছে কালকের চিন্তা। কালকের সকালে লক্ষ্মীপুজোর ফুল কি করে জোগাড় করা হবে সেটাই তার চিন্তা। গ্রামে তাদের চারটে পুজো হচ্ছে। সারা বাড়িতে প্রচুর ফুলগাছ আছে, শিউলি আর মাধবীলতার অনেক ডাল বাড়ির বাইরে পাঁচিলে এসে পড়েছে। শিউলি পড়ে পাঁচিলের বাইরে। তাই পেতে গেলে অনেক ভোর ভোর যেতে হয়। রাজাদার মা যদি জানতে পারে ফুলের সন্ধান, একটা ফুলও রাখবে না। রাস্তার ধারে যত ফুল আছে সব তুলে আনে। আজকে রাতে পুজো। কাল ভোরে উঠতে পারবে কিনা এটাই তার একমাত্র চিন্তা।

'সূর্যা, মানসী তোরা কিন্তু সকাল সকাল উঠিস। আমাকে যেন তোদের বাড়িতে গিয়ে ঘুম থেকে না তুলতে হয়। আজ যত রাতই হোক, ভোর ভোর উঠতে হবে। নইলে কালকের পুজোর ফুল পাওয়া যাবে না।

আখ ছাড়িয়ে পিয়াল আবার চালের ঝুড়ির সামনে বসল।

পুজোর জোগাড় সারতে সারতে সাড়ে নটা বাজছে। তাদের গ্রামে একটাই ব্রাহ্মণ। পাড়ার পুজো, বাড়ির পুজো সব সেরে বারোয়ারি পুজো করতে আসবেন বলেছেন।

পুজোর ফুল, নৈবেদ্য, চাল, বরণডালা, বৈকালি পুজোর সমস্ত সরঞ্জাম লক্ষ্মীদেবীর চারপাশে সুন্দর করে সাজিয়ে রেখে এসেছে তারা। ব্রাহ্মণের আসনও যত্ন করে পেতে রেখেছে।

বারোয়ারি তলার আটচালাতে শতরঞ্চি পাতা হয়েছে। ওখানে গোল হয়ে বসেছে পুজোর জোগাড় করা মেয়েদের দল আর নীলিম। পুজো কমিটির ম্যানেজার আর কয়েকটি ছেলে মন্দির রোয়াকে বসে আছে। রিতিয়া গান ধরেছে—

'মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো
দোলে মন দোলে অকারণ হরষে
হৃদয়গগনে সজল ঘন নবীন মেঘে
রসের ধারা বরষে।

সবাই তন্ময় হয়ে শুনছে। আকাশ থেকে চাঁদও এসে বসেছে তাদের সাথে। দেবী লক্ষ্মীও বসেছেন তাদের গানের আসরে। লক্ষ্মীদেবীর আজ সারারাত কাজ। ঘরে ঘরে ঘুরে ঘুরে দেখতে হবে কে জেগে - যে জেগে সে পেলেও পেতে পারে দেবীর দেখা। লক্ষ্মীদেবী এখন গান শুনছেন।

রিতিয়া গাইছে তার উদাও গলায়—

'তাহারে দেখি না যে দেখি না
শুধু মনে মনে ক্ষণে ক্ষণে ওই শোনা যায়
বাজে অলিখিত তারি চরণে
রুণুরুণু রুণুরুণু নুপুরধ্বনি

রিতিযার গানের সাথে দুলে দুলে উঠছে তার শ্রোতাবর্গ। সূর্যা -মানসী বসেছে রিতিয়ার দু'দিকে রিতিয়ার গা ঘেঁষে। পিয়াল,নীলিম মুখোমুখি। লক্ষ্মীদেবী আর চাঁদ মুখোমুখি।

পিয়ালের দিকে পলক না ফেলে তাকিয়ে আছে নীলিম। পিয়ালের সেদিকে খেয়াল নেই। গান শুনছে না সে। তার শুধু মনে হচ্ছে কখন ব্রাহ্মণ আসবে। পুজোটা যত তাড়াতাড়ি হবে, কাল সকালে সে তত তাড়াতাড়ি উঠতে পারবে। গ্রামে আরো চারটে পুজো। ভোরে না উঠলে ফুল পাওয়া দুস্কর। এসব ভাবতে ভাবতেই তার চোখ চলে যাচ্ছে নীলিমের দিকে। কি অপলক তার দিকে তাকিয়ে আছে নীলিম। পিয়াল হঠাৎ নীলিমের দৃষ্টির সামনে থতমত খেয়ে গেল। তার বুকের ভিতর কি যেন দুলে উঠল! চোখ সরাতে পারছে না পিয়ালও।

গান থেমে গেছে। তখনও তারা তাকিয়ে আছে। লক্ষ্মীদেবী একটা বেড়াতে গেছেন। চাঁদও খুশি হয়ে আকাশে ফিরেছে।

'রিতিয়াদি, আর একটা, আর একটা...'

সূর্যা-মানসী জোর করছে। পিয়াল দ্রুত চোখ নামিয়েছে।

'না, এবার নীলিমের ঢাক। তারপর আবার আমার গান।'

'নীলিমদা, নীলিমদা ঢাক বাজাও।'

সূর্যা - মানসী জোর করছে।

পিয়াল আবার চোখ তুলেছে। কি যে হচ্ছে তার। বুকের ভিতর হঠাৎ কে গুনগুন করছে— 'মোর ভাবনারে কি হাওয়ায় মাতালো, দোলে মন দোলে অকারণ হরষে—'

নীলিম উঠে তার ঢাক বাজানো শুরু করেছে। সে অনেকক্ষণ ধরে এক ভাবে দেখে যাচ্ছে পিয়ালকেই। নীলিমের ঢাকের আওয়াজ বিস্তৃত ধান্যক্ষেত বেয়ে চলে যাচ্ছে চাঁদের দিকে। প্রান্তর জোড়া সোনালি জ্যোৎস্নায় ধান। লক্ষ্মীদেবী পায়চারি করছেন মাঠে মাঠে। জ্যোৎস্নালোকে।

পিয়াল তন্ময় চোখে পিয়ালের দিকে। কি যে কি যে হল তার! রিতিয়াদির গান ছাড়া আর কিছুই তার মনে আসছে না। শুধু মনে হচ্ছে... 'শুধু মনে মনে ক্ষণে ক্ষণে ওই শোনা যায়' কি যে শুনছে সে! কি যে শুনছে!

নীলিমের দুচোখ উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হচ্ছে। ঢাকের আনন্দ ছড়িয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে। কুয়াশায় কুয়াশায়।

সৃষ্টিসন্ধান